তিন বন্ধুর নৌবিহার

(জেরোম কে. জেরোম-এর ক্লাসিক অবলম্বনে)

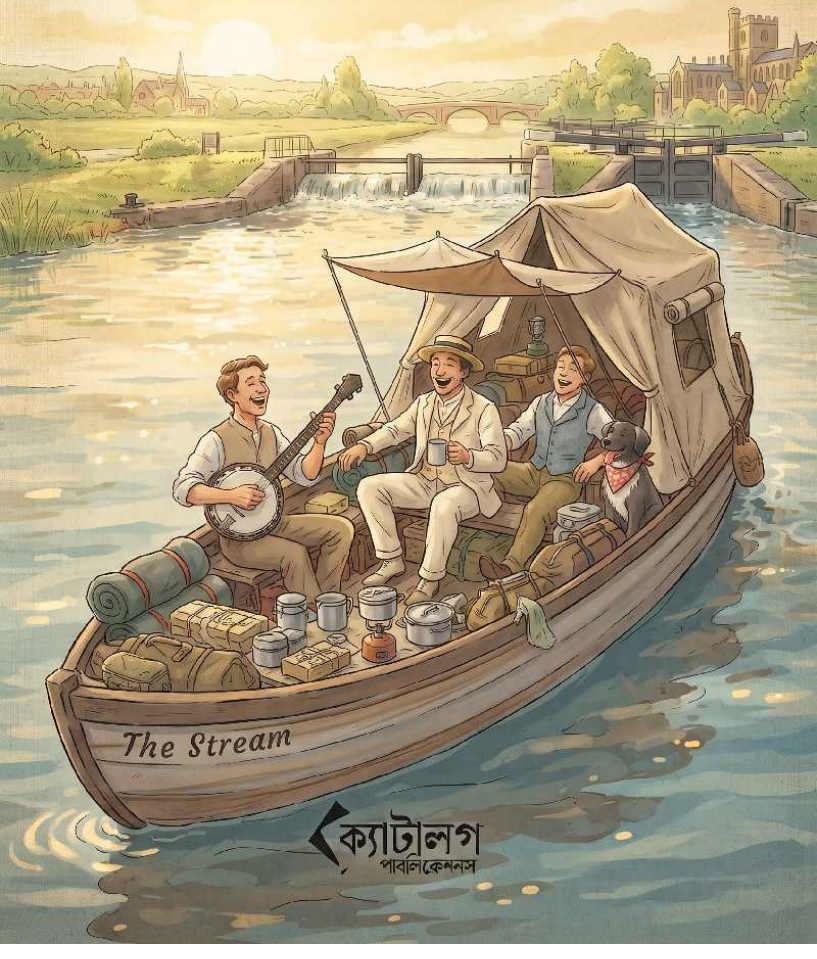

ক্যাটালগ
পাবলিকেশনস

অধ্যায় ১: স্বাস্থ্যের প্রতি অতিরিক্ত সতর্কতা ও লিভারের রোগ (Three Men in a Boat - Chapter 1)

আমরা চারজন—জর্জ, উইলিয়াম হ্যারিস, আমি এবং মন্টমোরেন্সি (আমাদের কুকুর)—আমার ব্লুমবারির ঘরের একটি ছোট রুমে বসে পাইপ টানছিলাম এবং আমাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমরা প্রত্যেকেই ভীষণ অসুস্থ বোধ করছিলাম, আর এই অসুস্থতা নিয়ে আমাদের একেকজনের নিজস্ব তত্ত্ব ছিল।

জর্জ বলত সে রাতে ভালো ঘুমাতে পারে না এবং সকালে তার মাথা ভারী থাকে। হ্যারিসের সমস্যা ছিল তার চোখের নিচে কালি এবং সে সারাদিন একটা অদ্ভুত ক্লান্তি ও অবসাদ অনুভব করত। আর আমার নিজের কথা যদি বলেন, আমার অবস্থা ছিল আরও

শোচনীয়। আমার শরীরের ভেতরে যকৃৎ বা লিভার যে কোথায় কী অবস্থায় আছে, তা নিয়ে আমার তীব্র সন্দেহ ছিল। লিভারের গোলযোগের কারণে আমার সারাক্ষণ মেজাজ চড়া থাকত এবং কাজকর্মে কোনো মন বসত না।

একদিন আমি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের রিডিং রুমে গিয়ে একটি সাধারণ চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই পড়ছিলাম। সেখানে লিভারের বিভিন্ন রোগ ও তার লক্ষণগুলো পড়তে পড়তে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হলো। আমি যতগুলো রোগের লক্ষণ পড়ছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সব রোগই আমার শরীরে বাসা বেঁধেছে। এমনকি কলার (Cholera) রোগের লক্ষণ পড়ার সময় দেখলাম আমার শরীরে সেই লক্ষণও শতভাগ মিলে গেছে!

আমি প্রথমে সম্পূর্ণ হতবাক হয়ে গেলাম। আমি পাতা উল্টে টাইফয়েড ফিভার, গাউট (Gout), ব্রাইট ডিজিজ—একেকটি রোগ পড়ি আর মনে হয় এই মারাত্মক রোগগুলোর প্রতিটিই আমার রয়েছে। শুধু

ব্রেন ফিভার বা মস্তিষ্কের জ্বরের লক্ষণ পড়ার পর দেখলাম আমার শরীরে সেই রোগটি বাদে বাকি দুনিয়ার সমস্ত রোগ একসাথে রাজত্ব করছে!

আমি আত্মহত্যার মতো ভেঙে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম আমি তো আস্ত একটি রোগাক্রান্ত জাদুঘর! আমি কোনো রকমে ডাক্তার বন্ধুর কাছে গেলাম। ডাক্তার আমার বুক ও পিঠে স্টেথোস্কোপ লাগালেন, আমার হাত ধরে নাড়ি দেখলেন, তারপর আমার জিভ বের করতে বললেন। আমি জিভ বের করতেই তিনি আমার কোট খুলে আমার বুকে হাত দিয়ে ঘুষি মারলেন এবং একটা প্রেসক্রিপশন লিখে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন।

প্রেসক্রিপশনে কোনো ওষুধের নাম ছিল না। সেখানে লেখা ছিল:

“প্রতিদিন সকালে নিয়ম করে হাঁটবেন; মাত্রাতিরিক্ত খাবেন না এবং কাজকর্মে মন দেবেন। মাথা যা বোঝে না তা নিয়ে বেশি ভাববেন না।”

আমি সেই প্রেসক্রিপশন পকেটে পুরে বাইরে এলাম এবং বুঝতে পারলাম চিকিৎসকদের আসল দাওয়াই হলো সাধারণ জীবনযাপন। এরপর আমরা চার বন্ধু মিলে ঠিক করলাম, এই শহুরে অসুস্থতা ও একঘেয়েমি দূর করতে আমাদের নদীর বুকে একটি নৌকাভ্রমণে যাওয়া উচিত!

---

* জেরোম কে. জেরোম রচিত মূল 'Three Men in a Boat' উপন্যাসের ১ম অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ২: পরিকল্পনা চূড়ান্ত (Three Men in a Boat - Chapter 2)

আমরা তিনজন—জর্জ, হ্যারিস এবং আমি—আমার কামরায় বসে আমাদের প্রস্তাবিত টেমস নদীর নৌকাভ্রমণ নিয়ে বেশ সিরিয়াস আলোচনা করছিলাম। আমরা কীভাবে যাব, কী কী নেব এবং কোথায় থাকা হবে—এসব নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক চলছিল।

আলোচনার শুরুতে জর্জ প্রস্তাব করল আমরা যেন একটি ছোট তাঁবু বা টেন্ট (Tent) কিনি এবং নদীর তীরে তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্পিং করে রাত্রিযাপন করি। জর্জের মতে, খোলা আকাশের নিচে তাঁবুতে ঘুমানোর মজাই আলাদা; এতে টাটকা হাওয়া পাওয়া যাবে এবং রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হবে। কিন্তু হ্যারিস এবং আমি তার এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করলাম। আমরা স্মরণ করিয়ে দিলাম যে ইংল্যান্ডের আবহাওয়া অত্যন্ত

বিশ্বাসঘাতক—বিশেষ করে রাতের বেলা আর্দ্র কুয়াশা বা হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে তাঁবুতে রাত কাটানো কতটা কষ্টদায়ক হতে পারে।

আমি এর বিকল্প হিসেবে প্রস্তাব করলাম যে, আমাদের তাঁবুতে না থেকে প্রতি রাতে নদীর ধারের কোনো আরামদায়ক সরাইখানা বা হোটেল (Inns and Hotels)-এ থাকা উচিত। ভালো বিছানা, শুকনো ছাদ এবং গরম খাবারের লোভ দেখিয়ে আমি জর্জকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে সারাদিন রোদে পুড়ে ক্লান্ত হওয়ার পর একটি পাকা ছাদের নিচে ঘুমানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

হ্যারিস আবার এক ধাপ এগিয়ে তার পুরনো এক বন্ধুর কাহিনীর অবতারণা করল, যিনি একবার তাঁবুতে ঘুমাতে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়ে ভিজে একাকার হয়ে জ্বর বাধিয়েছিলেন। দীর্ঘ যুক্তিতর্ক ও আলোচনার পর অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা আবহাওয়া অনুকূল থাকলে তাঁবুতে থাকতে পারি, তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা

থাকলে বা খুব বেশি ক্লান্তি অনুভূত হলে আমরা হোটেলেই রাত কাটাব।

নৌকার ব্যাপারে কথা উঠল। আমরা ঠিক করলাম খুব বড় ও ভারী নৌকা নেওয়া যাবে না, কারণ তাতে নদী বেয়ে ওপরে ওঠার সময় বৈঠা টানতে গিয়ে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে। মাঝারি আকারের একটি ছাদযুক্ত (Covered) নৌকা নেওয়া স্থির হলো, যাতে হঠাৎ বৃষ্টি নামলে মালপত্র ও আমরা ভিজে না যাই।

এরপর আমাদের সাথে থাকা কুকুর মন্টমোরেন্সির প্রসঙ্গ এল। জর্জ ও হ্যারিস প্রথমে সন্দেহ প্রকাশ করল যে মন্টমোরেন্সিকে নৌকায় নেওয়া ঠিক হবে কি না, কারণ সে কোনো কাজের নয় এবং শুধু পায়ে পায়ে ঘুরে ঝামেলা পাকায়। কিন্তু আমি বললাম, মন্টমোরেন্সি আমাদের দলের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; তাকে ছাড়া এই ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে মন্টমোরেন্সিকেও আমাদের এই

ঐতিহাসিক নদীযাত্রার সদস্য হিসেবে মেনে নেওয়া হলো।

সব পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ার পর আমরা শনিবার বিকেলে কিংস্টন (Kingston) থেকে আমাদের যাত্রা শুরু করার দিন তারিখ পাকাপাকি করলাম...

---

* জেরোম কে. জেরোম রচিত মূল 'Three Men in a Boat' উপন্যাসের ২য় অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ৩: ভ্রমণের প্রস্তুতি ও মালপত্র গোছানোর বিড়ম্বনা (Three Men in a Boat - Chapter 3)

ভ্রমণের পরিকল্পনা তো পাকাপাকি হলো, কিন্তু আসল ঝামেলা শুরু হলো মালপত্র বা লাগেজ (Luggage) গোছানো নিয়ে। আমরা ঠিক করলাম খুব বেশি জিনিসপত্র নেব না—শুধুমাত্র অত্যন্ত জরুরি এবং দরকারি জিনিসগুলোই একটি ছোট ব্যাগে ভরে নেব। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, আমাদের জরুরি জিনিসের তালিকাটিই পাহাড়সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের বন্ধু জর্জ আবার ভারী জিনিসপত্র গোছানোর ব্যাপারে নিজেকে একপ্রকার বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করত। সে প্রায়ই বলত, "লাগেজ গোছানো এক বিরাট শিল্প!" কিন্তু বাস্তবে সে নিজে কোনো

কাজ না করে কেবল উপদেশ দিত আর আমাদের ওপর হুকুম চালাত। হ্যারিস এবং আমি সমস্ত জামাকাপড়, রান্নার সরঞ্জাম এবং দরকারি জিনিসপত্র জোগাড় করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম।

আলোচনা উঠল আমরা রাতে কোথায় ঘুমাব এবং কী খাব তা নিয়ে। তাঁবু ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হলেও আমরা শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম যে জিনিসপত্র যেন খুব ভারী না হয়ে যায়, সেজন্য অপ্রয়োজনীয় ভারী ক্যানভাস বা অতিরিক্ত বাক্স-পেটরা সাথে রাখা যাবে না। রান্নার জন্য একটি ছোট কেরোসিনের চুলা অথবা তেলের স্টোভ নেওয়া নিয়ে অনেক তর্ক হলো। হ্যারিস দাবি করল সে খুব ভালো অমলেট এবং ফ্রাই বানাতে পারে, তাই রান্নার মূল দায়িত্ব তার ওপরই বর্তাল।

এদিকে আমাদের কুকুর মন্টমোরেন্সি মালপত্র গোছানোর কাজে নানা ধরনের বিঘ্ন ঘটাতে শুরু করল। সে এমনভাবে ব্যাগের ওপর গিয়ে বসে থাকত বা জিনিসপত্রের মাঝখানে শুয়ে থাকত, যেন সেও

গোছগাছ তদারকি করছে। সে প্রতিটি ছোট বাক্সে নিজের নাক গলিয়ে দিত এবং সুযোগ পেলেই চামচ বা ছোটখাটো জিনিস মুখের ভেতর নিয়ে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করত। মন্টমোরেন্সির মতে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাটাই ছিল তার একমাত্র কাজ।

বহু কাঠখড় পুড়িয়ে এবং নিজেদের মধ্যে অজস্র তর্ক-বিতর্ক ও হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে অবশেষে আমাদের জামাকাপড়, কম্বল এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী একটি ব্যাগে গুছিয়ে ফেলা হলো। মালপত্র গোছানোর এই ছোট্ট অভিজ্ঞতাটি আমাদের বুঝিয়ে দিল যে সামনে নদীর বুকে আমাদের জন্য কী পরিমাণ মজার এবং হাস্যকর বিপদ অপেক্ষা করছে!

---

* জেরোম কে. জেরোম রচিত মূল 'Three Men in a Boat' উপন্যাসের ৩য় অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ৪: মালপত্র গোছানোর সমাপ্তি এবং জগাখিচুড়ি অবস্থা (Three Men in a Boat - Chapter 4)

লাগেজ বা মালপত্র গোছানোর কাজ শেষ পর্যন্ত এক মহা যজ্ঞে রূপ নিল। জর্জ এবং হ্যারিস দুজনেই দাবি করতে লাগল যে ব্যাগ বা সুটকেস বন্ধ করার কাজটি কেবল তারাই সবচেয়ে ভালো পারদর্শী, তাই বাকি সমস্ত জিনিস তাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।

তারা প্রথমে সমস্ত জামাকাপড় ও প্রয়োজনীয় জিনিস ব্যাগে ঢোকাতে শুরু করল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, জিনিসপত্র গোছানোর একপর্যায়ে হ্যারিসের জুতো বা জর্জের শেভিং ব্রাশ কোথায় যেন হারিয়ে গেল। সুটকেস প্রায় বন্ধ করে আনার সময় দেখা গেল সাবান আর ব্রাশটি ঠিক মাঝখানে দেওয়া

হয়নি, ফলে সুটকেস বন্ধই করা যাচ্ছে না! বাধ্য হয়ে তাদের আবার সমস্ত জিনিস বের করে নতুন করে গুছাতে হলো।

এই গোছগাছের ফাঁকে মন্টমোরেন্সি অর্থাৎ আমাদের কুকুরটি তার স্বভাবসুলব কারসাজি চালিয়ে যেতে থাকল। সে এমন একটি জায়গায় গিয়ে বসে রইল যে তার ওপরই পড়েছিল জামাকাপড়ের একটি বড় বান্ডিল। হ্যারিস যখন বিরক্ত হয়ে তাকে সরাতে গেল, তখন সে এমন একটা ভঙিমা করল যেন তাকে অন্যায়ভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে।

রাত প্রায় পৌনে বারোটার দিকে আমাদের সুটকেস ও ব্যাগ গোছানোর কাজ কোনো রকমে শেষ হলো। হ্যারিস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "যাক বাবা, অবশেষে সব ঠিকঠাক গুছিয়ে ফেলা গেছে!" আর জর্জ শুয়ে পড়ার আগে জানতে চাইল যে সকালে আমাদের টুথব্রাশগুলো কে ব্যাগে ভরবে।

টুথব্রাশের কথা উঠতেই আমাদের সবার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল! কারণ আমরা কেউ নিশ্চিত ছিলাম না যে টুথব্রাশগুলো ব্যাগের ঠিক কোন কোণে বা বাক্সে রাখা হয়েছে। এই নিয়ে আমাদের মধ্যে এমন এক হাস্যকর কাণ্ড শুরু হলো যে, শেষ পর্যন্ত আমাদের গোছানো ব্যাগ আবার পুরোপুরি উল্টে সব জিনিসপত্র বাইরে বের করতে হলো। টুথব্রাশ শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল ঠিকই, কিন্তু ততক্ষণে আমাদের ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে। এই ছোট্ট ঘটনাটি আমাদের বুঝিয়ে দিল যে আমাদের মতো আনাড়ি অভিযাত্রীদের জন্য সামনে আরও কত চমক অপেক্ষা করছে!

---

* জেরোম কে. জেরোম রচিত মূল 'Three Men in a Boat' উপন্যাসের ৪র্থ অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ৫: যাত্রার প্রস্তুতি ও খাবারের তালিকা নিয়ে আলোচনা (Three Men in a Boat - Chapter 5)

সবশেষে লাগেজ গোছানোর ঝামেলা চুকিয়ে আমরা পরের দিন সকালে আমাদের খাদ্য ও পানীয়ের তালিকা (Food and Provision List) তৈরি করতে বসলাম। নৌকাভ্রমণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং উপভোগ্য বিষয় হলো কী কী খাওয়া হবে তা ঠিক করা, আর এই কাজটি আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিলাম।

আমরা ঠিক করলাম খাবারের তালিকা এমন হতে হবে যাতে পুষ্টির সাথে সাথে প্রচুর বৈচিত্র্য থাকে। আমরা প্রাতঃরাশ (Breakfast), দুপুরের খাবার (Lunch) এবং রাতের আহারের (Dinner) জন্য আলাদা আলাদা তালিকা প্রস্তুত করলাম। তালিকায়

ডিম, বেকন, চা, কফি, জ্যাম, রুটি, বিস্কুট, মাংস এবং বিভিন্ন ফলমূলের ছড়াছড়ি রইল।

তবে খাবার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েই আমাদের মধ্যে এক হাস্যকর বিতর্ক শুরু হলো—আমরা প্রতিদিন ঠিক কত পরিমাণ খাবার সাথে নেব। হ্যারিস দাবি করল মানুষ নদীর খোলা বাতাসে স্বাভাবিকের চেয়ে তিনগুণ বেশি খায়, তাই আমাদের প্রচুর পরিমাণে খাবার সাথে রাখা উচিত। কিন্তু জর্জ এবং আমি তার এই যুক্তির তীব্র বিরোধিতা করলাম, কারণ আমাদের সেই সমস্ত খাবার নৌকায় বয়ে বেড়াতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত পচে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে।

বিশেষ করে সকালের নাস্তায় ডিম ও বেকন ভাজার কথা উঠতেই হ্যারিস এমন এক উত্তেজক বক্তৃতা দিল যেন সে কোনো মহাযুদ্ধের পরিকল্পনা করছে। সে জোর দিয়ে বলল যে রান্নার যাবতীয় সুব্যবস্থা তার দায়িত্বে থাকলেই কেবল সুস্বাদু খাবার পাওয়া সম্ভব।

খাবারের পাশাপাশি আমরা বোতলজাত পানীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় রসদপত্রও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলাম। দীর্ঘক্ষণ হিসাব-নিকাশ ও তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে আমাদের খাবারের একটি সুষম ও চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হলো। আমাদের মনে তখন এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ কাজ করছিল—কারণ আমরা জানতাম সামনে ওয়াটারলু স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে কিংস্টনের দিকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যাত্রা শুরু হতে চলেছে!

---

* জেরোম কে. জেরোম রচিত মূল 'Three Men in a Boat' উপন্যাসের ৫ম অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ৬: টেমসের উদ্দেশ্যে রেলযাত্রা এবং বিভ্রান্তি

(Three Men in a Boat - Chapter 6)

অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত শনিবার সকাল আসল। আমাদের সমস্ত মালপত্র, ব্যাগ, কেটলি এবং রসদপত্র গুছিয়ে আমরা ওয়াটারলু স্টেশনের (Waterloo Station) উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমাদের সাথে ছাল-বাক্স সমেত কুকুর মন্টমোরেন্সিও সমান উৎসাহে গাড়িতে লাফিয়ে উঠল, যেন সে আমাদের চেয়েও বড় কোনো অভিযাত্রী।

স্টেশনে পৌঁছে আমাদের ট্রেন ধরার সময় এক চরম হাস্যকর বিশৃঙ্খলা তৈরি হলো। কোন ট্রেনটি কিংস্টনের (Kingston) উদ্দেশ্যে ছাড়বে এবং কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে—তা নিয়ে রেলওয়ে কর্মচারীদের সাথে আমাদের গোল বাধল। হ্যারিস এক

প্ল্যাটফর্মে গিয়ে চিৎকার করতে লাগল যে আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে, আবার জর্জ উল্টো দিকে দৌড় দিল অন্য একটা ভুল ট্রেনে ওঠার জন্য।

স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে আমাদের মালপত্রগুলো সামলানোই একটা যুদ্ধ ছিল। কোনো রকমে হ্যারিস ও জর্জকে এক প্ল্যাটফর্মে জড়ো করে আমি স্টেশন মাস্টারের কাছে গেলাম। তিনি আমাদের ট্রেনটি দেখিয়ে দিলেন, যা সবেমাত্র প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমরা হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের লাগেজপত্রসহ কোনোমতে একটি কামরায় গিয়ে উঠলাম।

ট্রেন ছাড়ার পর আমাদের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। জানালার কাঁচ দিয়ে বাইরের সবুজ প্রান্তর আর ছোট ছোট গ্রামগুলো পেছনে ফেলে আমাদের ট্রেন যখন কিংস্টনের দিকে ছুটতে লাগল, তখন আমাদের মনে এক অদ্ভুত আনন্দ ও রোমাঞ্চ কাজ করতে শুরু করল। শহুরে ধূলিময় জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে প্রকৃতির কোলে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার

অনুভূতিই ছিল আলাদা। আমরা জানতাম, সামনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে টেমস নদীর সেই অবিস্মরণীয় জলপথ ও রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার!

---

* জেরোম কে. জেরোম রচিত মূল 'Three Men in a Boat' উপন্যাসের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ৭: কিংস্টন থেকে যাত্রা শুরু এবং নৌকার সাথে প্রথম মোলাকাত (Three Men in a Boat - Chapter 7)

আমাদের ট্রেন যখন কিংস্টন স্টেশনে এসে থামল, তখন ঘড়িতে বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। আমরা আমাদের সমস্ত মালপত্র, ব্যাগ, কেটলি, ঝুড়ি এবং কুকুর মন্টমোরেন্সিকে নিয়ে কোনো রকমে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লাম। স্টেশন থেকে বের হয়ে আমাদের প্রথম কাজ ছিল নৌকা ঘাট বা বোটহাউসে গিয়ে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত নৌকাটি বুঝে নেওয়া, যার জন্য আমরা এতদিন ধরে এত জল্পনা-কল্পনা করছিলাম।

আমরা নদীঘাটে পৌঁছে আমাদের নৌকাটির দিকে তাকিয়ে প্রথমে কিছুটা থমকে দাঁড়ালাম। নৌকাটি দেখতে বেশ সুন্দর ও পরিপাটি ছিল ঠিকই, কিন্তু এর

আকার ও ধারণক্ষমতা নিয়ে আমাদের মনে সামান্য সন্দেহ জাগল। জর্জ বলল, "আমাদের এতগুলো মালপত্র আর এই পাজি কুকুরটাকে নিয়ে এই নৌকাটি কি ঠিকমতো ভাসতে পারবে?" হ্যারিস আবার বুক ফুলিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই পারবে, আমি তো এর চেয়েও ছোট নৌকায় অনেক বড় বড় নদী পাড়ি দিয়েছি।"

নৌকার মালিক এসে আমাদের খুব যত্ন করে বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে বৈঠ১ বাইতে হয় এবং ছাদ বা ক্যানভাস কীভাবে টানাতে হয়। আমরা আমাদের সমস্ত ব্যাগ, সুটকেস এবং খাবারের ঝুড়িগুলো নৌকার মাঝখানে খুব সাবধানে সাজিয়ে রাখলাম। কুকুর মন্টমোরেন্সি নৌকার ঠিক সামনের অংশে গিয়ে এমন একটি গম্ভীর ভঙ্গিতে বসে পড়ল, যেন সে নিজেই এই অভিযানের প্রধান ক্যাপ্টেন বা কাপ্তান!

সবকিছু ঠিকঠাক করে আমরা অবশেষে টেমস নদীর মৃদু স্রোতের ওপর আমাদের নৌকা ভাসিয়ে দিলাম। প্রথম কয়েক মিনিট বৈঠা বাইতে গিয়ে আমাদের একটু হাতাহাতি ও লেজেগোবরে অবস্থা

হয়েছিল। জর্জ প্রথমে বাঁ দিকের বৈঠা এমন জোরে টান দিল যে ছিটকে জলের ছিটা এসে সোজা হ্যারিসের মুখে পড়ল। হ্যারিস ক্ষেপে গিয়ে তাকে পাল্টা কিছু বলতে যাবে, ঠিক তখনই আমাদের নৌকাটি নদীর ধারের একটা ঝোপঝাড়ের সাথে গিয়ে ধাক্কা খেল।

তবে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা বৈঠা চালানোর তাল পেয়ে গেলাম। নদীর ঠান্ডা বাতাস, দুপাশের সবুজ গাছের সারি এবং জলের মৃদু কলতান আমাদের সমস্ত ক্লান্তি নিমিষে ধুয়ে মুছে দিল। আমরা বুঝতে পারলাম, এতদিনের সমস্ত দুশ্চিন্তা ও গোছগাছের ঝামেলা সার্থক হয়েছে—আমাদের সেই ঐতিহাসিক নদীযাত্রা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে গেছে!

---

* জেরোম কে. জেরোম রচিত মূল 'Three Men in a Boat' উপন্যাসের ৭ম অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ৮: প্রথম রাতের অভিজ্ঞতা এবং রান্নার বিড়ম্বনা (Three Men in a Boat - Chapter 8)

নৌকায় করে আমাদের প্রথম দিনের যাত্রা শেষ হওয়ার পর সন্ধ্যার দিকে আমরা নদীর একটি সুন্দর ও নিরিবিলি জায়গায় নৌকা ভেড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। সারাদিন একটানা বৈঠা বাইতে বাইতে আমাদের হাত-পায়ের পেশিগুলো শক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং হাড়ভাঙা ক্লান্তি আমাদের চেপে ধরেছিল।

নৌকা তীরে লাগানোর পর আসল দায়িত্ব পড়ল রান্নার ওপর। হ্যারিস আগেই বুক ফুলিয়ে বলেছিল যে সে খুব চমৎকার অমলেট ও গরম খাবার তৈরি করতে পারে। কিন্তু রাতের খাবার রান্নার আয়োজন শুরু করতেই আসল বিপত্তি দেখা দিল। রান্নার জন্য যে কেরোসিনের চুলা বা স্টোভটি আনা হয়েছিল, সেটি

সহজে জ্বালাতে চাচ্ছিল না। হ্যারিস দিস্তা দিস্তা কাগজ দিয়াশলাই জ্বেলে তার নিচে ধরল, কিন্তু স্টোভটি টিকটিক শব্দ করা ছাড়া আর কোনো উচ্চবাচ্য করল না।

এদিকে আমাদের কুকুর মন্টমোরেন্সি এসে এমনভাবে রান্নার জায়গার চারপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল, যেন সে একজন অভিজ্ঞ ফুড ইন্সপেক্টর। সে একবার রান্নার কেটলির ভেতর উঁকি দিয়ে দেখতে গেল ভেতরে কী আছে, আর অমনি তার নাকের ডগায় গরম পানির বাষ্প লেগে সে এক অদ্ভুত চিৎকার দিয়ে পিছিয়ে গেল। তার এই কাণ্ড দেখে আমাদের সমস্ত ক্লান্তি নিমিষে হাসিতে মিলিয়ে গেল।

অনেক চেষ্টা ও কাঠখড় পুড়িয়ে হ্যারিস শেষ পর্যন্ত সামান্য পানি গরম করতে সক্ষম হলো এবং কোনো রকমে একটা সাদামাটা রাতের খাবার প্রস্তুত করল। খাওয়ার পর নদীর ঠান্ডা হাওয়া এবং চাঁদের আলোয় নৌকার ভেতরে শুয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা ছিল এককথায় জাদুকরী। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, এই

ছোটোখাটো ঝামেলা ও বিপত্তিগুলোই এই ভ্রমণের আসল রোমাঞ্চ এবং আনন্দ!

---

* জেরোম কে. জেরোম রচিত মূল 'Three Men in a Boat' উপন্যাসের ৮ম অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ৯: সকালের ঘুম ভাঙার লড়াই এবং প্রাতঃরাশের প্রস্তুতি (Three Men in a Boat - Chapter 9)

পরের দিন সকালে নদীর ধারের স্নিগ্ধ বাতাসে যখন আমাদের ঘুম ভাঙল, তখন চারপাশের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত শান্ত ও মনোরম। কিন্তু আমাদের দলে ঘুম থেকে ওঠার প্রক্রিয়াটি কখনোই সহজ ছিল না। জর্জ এবং হ্যারিস দুজনেই সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার ব্যাপারে চরম কুঁড়ে এবং তাদের মধ্যে কে আগে উঠবে তা নিয়ে এক অদ্ভুত নীরব প্রতিযোগিতা চলত।

আমি প্রথমে কম্বল সরিয়ে বাইরে উঁকি দিলাম এবং দেখলাম নদীর জলে সকালের সোনালি রোদের ঝিলিক পড়ছে। আমি চিৎকার করে জর্জ ও হ্যারিসকে ডাক দিলাম, "ওহে অলস পালের দল,

ওঠার সময় হয়েছে!" কিন্তু আমার ডাকে তাদের কোনো সাড়া মিলল না। হ্যারিস তখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন এবং সে এমনভাবে নাক ডাকছিল যে নদীর ধারের পাখিরা পর্যন্ত ভয়ে দূরে সরে যাচ্ছিল।

বহু কাঠখড় পুড়িয়ে এবং তাদের গায়ে হালকা ধাক্কা দিয়ে অবশেষে তাদের ঘুম ভাঙানো সম্ভব হলো। ঘুম থেকে উঠেই হ্যারিস ঘোষণা করল যে আজকের সকালের প্রাতঃরাশে সে নিজের হাতে ডিম ও বেকন ভেজে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। রান্নার আয়োজন শুরু হলো; হ্যারিস অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে প্যানে তেল ঢেলে ডিম ও বেকন ছেড়ে দিল।

কিন্তু সমস্যা বাঁধল যখন সেই ভাজার সুবাস চারপাশে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে তেল ছিটকে হ্যারিসের হাতে ও কাপড়ে পড়তে শুরু করল। হ্যারিস একহাতে কড়াই সামলিয়ে অন্যহাতে নাচতে শুরু করল! আমাদের কুকুর মন্টমোরেন্সি সেই সুযোগে পিছন দিক থেকে এসে বেকনের একটা টুকরো মুখে নিয়ে চম্পট দিল। সমস্ত হট্টগোল ও হাসাহাসির মাঝেই

আমরা কোনো রকমে আমাদের সকালের নাস্তা সম্পন্ন করলাম এবং পরবর্তী যাত্রার জন্য নৌকা প্রস্তুত করতে লাগলাম।

---

* জেরোম কে. জেরোম রচিত মূল 'Three Men in a Boat' উপন্যাসের ৯ম অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১০: টেমসের তীরে ঐতিহাসিক স্থান ও হ্যাম্পটন কোর্টের গোলকধাঁধা (Three Men in a Boat - Chapter 10)

সকালের নাস্তা সেরে আমরা আমাদের নৌকা আবার টেমস নদীর স্রোতের অনুকূলে ভাসিয়ে দিলাম। নদীটি ধীরে ধীরে আরও সুন্দর ও চওড়া হতে শুরু করল। দুপাশের সবুজ মাঠ, প্রাচীন উইলিয়াম গাছের সারি এবং মনোরম গ্রামগুলোর দৃশ্য আমাদের চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছিল।

যাত্রাপথে আমরা হ্যাম্পটন কোর্ট (Hampton Court) এলাকায় এসে পৌঁছলাম। এটি একটি অত্যন্ত ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত স্থান। এখানে রয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দাঁড়িয়ে থাকা রাজপ্রাসাদ এবং তার চারপাশে এক বিখ্যাত গোলকধাঁধা বা মেজ (Maze)। হ্যারিস দাবি করল যে সে অতীতে এই

গোলকধাঁধায় বহুবার গেছে এবং সে চোখ বন্ধ করে এর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

আমাদের কৌতূহল হলো এবং আমরা নৌকা ঘাটে ভিড়িয়ে সেই বিখ্যাত গোলকধাঁধার ভেতরে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ঢোকার আগে হ্যারিস আমাদের আশ্বস্ত করল, "তোমরা আমার পেছনে পেছনে এসো, আমি রাস্তা ভালো করেই চিনি।" আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে তার পেছন পেছন সেই জটিল সবুজ দেয়ালের জালের ভেতরে হাঁটতে শুরু করলাম।

কিছুদূর যাওয়ার পরই আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা গোলকধাঁধার একেবারে মাঝখানে আটকে গেছি এবং কোনোভাবেই বের হওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছি না। হ্যারিস বারবার দিক পরিবর্তন করতে লাগল, কিন্তু প্রতিবারই আমরা আগের জায়গায় ফিরে আসতে লাগলাম। আমাদের সাথে থাকা কুকুর মন্টমোরেন্সি আমাদের চেয়েও বেশি বিরক্ত হয়ে এক কোণে বসে আমাদের বোকামি দেখছিল। শেষ পর্যন্ত এক পার্কের গাইড এসে আমাদের সেই গোলকধাঁধা থেকে উদ্ধার

করলেন। হ্যারিসের সেই আত্মবিশ্বাসী ভাব তখন কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিল!

---

* জেরোম কে. জেরোম রচিত মূল 'Three Men in a Boat' উপন্যাসের ১০ম অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১১: হ্যাম্পটন কোর্ট থেকে প্রস্থান এবং দুপুরের খাবারের আয়োজন (Three Men in a Boat - Chapter 11)

হ্যাম্পটন কোর্টের সেই বিখ্যাত গোলকধাঁধা থেকে কোনো রকমে উদ্ধার পাওয়ার পর আমরা যখন আমাদের নৌকায় ফিরে এলাম, তখন আমাদের আত্মসম্মান বেশ খানিকটা আহত হয়েছিল। হ্যারিস বারবার সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করল যে গোলকধাঁধার দেয়ালগুলো নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে রাতের বেলা পরিবর্তন করা হয়, নতুবা সে চোখ বন্ধ করেই বের হয়ে আসতে পারত। আমরা তার কথা শুনে মুচকি হাসলাম এবং নৌকা আবার নদীর জলের ওপর ভাসিয়ে দিলাম।

দুপুর গড়িয়ে তখন বিকেল নামছে, আর আমাদের পেটেও বেশ ভালো রকমের ক্ষিধে চাগাড় দিয়ে

উঠেছে। আমরা ঠিক করলাম নদীর ধারের এক মনোরম ও ছায়ঘেরা জায়গায় নৌকা থামিয়ে দুপুরের খাবার (Lunch) সেরে নেব। জর্জ নৌকাটি তীরে ভিড়ালো এবং হ্যারিস ও আমি খাবারের ঝুড়ি নামানোর ব্যবস্থা করলাম।

দুপুরের খাবার বলতে ছিল টিনজাত মাংস, পাউরুটি, জ্যাম এবং কিছু ফলমূল। কিন্তু আসল সমস্যা দেখা দিল ক্যান বা টিন খোলার যন্ত্র (Tin Opener) নিয়ে। আমরা দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও টিন ওপেনারটি কোথাও খুঁজে পেলাম না! অথচ আমাদের সামনে রাখা সুস্বাদু মাংসের বড় বড় টিনগুলো আমাদের মুখের ওপর যেন একরকম উপহাস করছিল।

হ্যারিস তখন ক্ষিপ্ত হয়ে একটা ধারালো ছুরি এবং ভারী পাথর দিয়ে টিন কাটার মহড়া শুরু করল। সে এমনভাবে আঘাত করতে লাগল যেন সে কোনো পাথরের মূর্তি খোদাই করছে। শেষ পর্যন্ত অনেক মারপিট ও কসরত করে টিনের মুখ খোলা সম্ভব হলো,

যদিও সেই কান্ডে কিছু জুস আমাদের জামাকাপড়েই ছড়িয়ে পড়েছিল। সমস্ত ঝামেলা চুকিয়ে নদীর ওপেন হাওয়ায় সেই খাবার খাওয়ার আনন্দই ছিল আলাদা!

---

* জেরোম কে. জেরোম রচিত মূল 'Three Men in a Boat' উপন্যাসের ১১তম অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১২: টেমসের মনোরম দৃশ্য এবং কলার খোসার বিপদ (Three Men in a Boat - Chapter 12)

দুপুরের খাবার পর্ব চুকিয়ে আমরা যখন আবার নদীতে নৌকা ভাসিয়ে দিলাম, তখন দুপুরের রোদের তীব্রতা কিছুটা কমে এসেছে এবং চারপাশের বাতাসে এক অদ্ভুত স্নিগ্ধতা নেমে এসেছে। টেমস নদীর এই অংশটি ছিল অত্যন্ত মনোরম; দুপাশের সবুজ তীর বেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন উইলো গাছগুলোর ছায়া নদীর স্বচ্ছ জলে এমনভাবে পড়েছিল যেন মনে হচ্ছিল প্রকৃতি নিজে হাতে কোনো ক্যানভাস এঁকেছে।

আমরা বেশ ফুরফুরে মেজাজে নৌকা বাইছিলাম এবং নদীর অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। এমন সময় হ্যারিস তার ব্যাগ থেকে কিছু পাকা কলা

বের করল এবং আমাদের খাওয়ার প্রস্তাব দিল। আমরা কলা খেয়ে খোসাগুলো অসাবধানতাবশত নৌকার ডেকের ওপর বা এদিক-ওদিক ফেলে দিলাম। তখনো আমরা বুঝতে পারিনি যে এই সাধারণ কলার খোসাগুলো আমাদের জন্য কী মারাত্মক বিপদের কারণ হতে চলেছে।

কিছুক্ষণ পর নৌকা ঘোরানোর সময় জর্জ হঠাৎ তাড়াহুড়ো করে একপাশ থেকে অন্যপাশে যাওয়ার চেষ্টা করল। ঠিক সেই মুহূর্তে তার পা গিয়ে পড়ল সেই কলার খোসার ওপর! মুহূর্তের মধ্যে জর্জের পা পিছলে গেল এবং সে হাত-পা ছুঁড়ে একেবারে আবলুস কাঠের মতো নৌকার ডেকের ওপর চিত হয়ে পড়ে গেল। তার মাথার টুপিটা ছিটকে সোজা গিয়ে পড়ল নদীর জলে!

জর্জ যখন ব্যথায় কোঁকাতে কোঁকাতে উঠে বসল, তখন তার সেই করুণ ও হাস্যকর চেহারা দেখে হ্যারিস এবং আমি হেসে গড়িয়ে পড়লাম। আমাদের সাথে থাকা কুকুর মন্টমোরেন্সিও যেন জর্জের এই

পতন খুব উপভোগ করল এবং তার মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক শব্দ করে উঠল। এই ছোট্ট ঘটনাটি আমাদের শিখিয়ে দিল যে নৌকার ভেতর ছোটখাটো জিনিস বা খোসা যত্রতত্র ফেলে রাখা কতটা বিপজ্জনক হতে পারে।

---

* জেরোম কে. জেরোম রচিত মূল 'Three Men in a Boat' উপন্যাসের ১২তম অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১৩: মেঘমালা ও সম্ভাব্য বৃষ্টির পূর্বাভাস নিয়ে বিতর্ক (Three Men in a Boat - Chapter 13)

বিকালে আমাদের নৌকা যখন টেমস নদীর একটি শান্ত ও দীর্ঘ বাঁক অতিক্রম করছিল, তখন হঠাৎ করেই আকাশের আবহাওয়া বদলাতে শুরু করল। উজ্জ্বল রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ কেমন যেন মেঘলা হয়ে এল এবং উত্তর দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল। ইংল্যান্ডের আবহাওয়ার মতিগতি বোঝা যে কতটা মুশকিল, তা আমাদের বেশ ভালোভাবেই জানা ছিল।

হ্যারিস আকাশের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় ঘোষণা করল, "খবর খারাপ! আজ রাতে মনে হয় তুমুল বৃষ্টি নামবে। আমাদের এখনই কোনো নিরাপদ আশ্রয় বা ছাদযুক্ত সরাইখানার খোঁজ করতে হবে।"

কিন্তু জর্জ তার এই আশঙ্কায় কর্ণপাত করল না। জর্জ নদীর জলের দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে না, এগুলো সাধারণ মেঘ, একটু পরেই কেটে যাবে। বৃষ্টি নামলে আমাদের নৌকার ক্যানভাস বা ছাদ তো রয়েছেই!"

আমি নিজে আবহাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে বৈঠা টানার দিকে মনোযোগ দিলাম। তবে আকাশে জমে ওঠা কালো মেঘগুলো দেখে মনে হচ্ছিল বড় ধরনের কোনো বর্ষণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের সাথে থাকা কুকুর মন্টমোরেন্সিও যেন আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের আঁচ পেয়েছিল, কারণ সে চুপচাপ গুটিসুটি মেরে নৌকার এক কোণে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল।

এই আবহাওয়া নিয়ে আমাদের তিনজনের মধ্যকার তর্ক একপর্যায়ে চরমে পৌঁছাল। হ্যারিস দাবি করল সে নদীর পাহারাদারদের কাছে শুনেছে এই অঞ্চলে হঠাৎ হাড়কাঁপানো ঝড়-বৃষ্টি হয়। যাই হোক, আমরা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম যে আকাশে মেঘ যতই ডাকুক না

কেন, আমরা জলপথের যাত্রা থামাব না এবং প্রয়োজন হলে নৌকার ক্যানভাস টাটিয়ে তার ভেতরেই রাত কাটাব। প্রকৃতির এই নাটকীয় রূপ আমাদের নদীযাত্রাকে আরও বেশি রোমাঞ্চকর করে তুলল।

---

* জেরোম কে. জেরোম রচিত মূল 'Three Men in a Boat' উপন্যাসের ১৩তম অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১৪: আবহাওয়ার অবনতি এবং রাতে নৌকাতেই রাত্রিযাপন (Three Men in a Boat - Chapter 14)

বিকালের সেই মেঘলা আকাশ শেষ পর্যন্ত সত্যিই সত্য প্রমাণিত হলো। আমরা যখন নদীর একটি অপেক্ষাকৃত নির্জন ও নিরাপদ বাঁকে পৌঁছলাম, তখন আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। চারপাশের বাতাস ঠান্ডা হয়ে এল এবং জলের ফোঁটাগুলো পত পত করে আমাদের নৌকার ডেকের ওপর পড়তে লাগল।

হ্যারিস সঙ্গে সঙ্গে ক্যানভাস বা ছাদ টাটানোর কাজে হাত লাগিয়ে দিল। কিন্তু আমাদের ছাদ টানানোর পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় এই কাজটি এক বিরাট যুদ্ধে পরিণত হলো। হ্যারিস একপাশে দাঁড়িয়ে রশি টানতে গিয়ে নিজে জট পাকিয়ে ফেলল, আর জর্জ ও আমি খিল বা খুঁটিগুলো ঠিকঠাক সেট করার চেষ্টা করতে লাগলাম। বৃষ্টির জলের মধ্যে এই কাণ্ডকারখানা দেখে আমাদের অবস্থা বেশ শোচনীয় হয়েছিল।

অবশেষে বহু কসরত করে আমরা নৌকার ওপর ক্যানভাসের ছাদ বা তাঁবুর মতো আবরণ তৈরি করতে সক্ষম হলাম এবং তার নিচে আমাদের সমস্ত মালপত্র ও নিজেদের গুছিয়ে বসলাম। বাইরে যখন ঝুম বৃষ্টি পড়ছে এবং নদীর জল ফুঁসে উঠছে, তখন আমাদের এই ছোট

নৌকার ছাদের নিচে বসে চা খাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল এককথায় অসাধারণ।

আমাদের সাথে থাকা কুকুর মন্টমোরেন্সি ছাদের এক কোণে গুটিসুটি মেরে এমনভাবে বসে রইল যেন সে জগতের সমস্ত দুঃখ নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে আমরা সেদিন রাতে নৌকার ভেতরেই শুয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। শহরের কোলাহল ছেড়ে প্রকৃতির এই গভীর বৃষ্টির মাঝে নৌকায় রাত কাটানোর রোমাঞ্চ আমাদের সব কষ্ট ও ক্লান্তি নিমিষে ধুয়ে মুছে দিল।

---

* জেরোম কে. জেরোম রচিত মূল 'Three Men in a Boat' উপন্যাসের ১৪তম অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১৫: সকালের ঠান্ডা হাওয়া, প্রাতঃরাশ এবং নদীর সৌন্দর্য (Three Men in a Boat - Chapter 15)

রাতভর মুষলধারে বৃষ্টির পর সকালবেলা যখন আমাদের ঘুম ভাঙল, তখন বাইরের প্রকৃতি এক স্বর্গীয় রূপ ধারণ করেছিল। রাতের সেই প্রবল ঝড়-বৃষ্টির কোনো চিহ্নই আর আকাশে ছিল না; পরিবর্তে চারপাশের সবুজ গাছপালা ধুয়ে আরও সতেজ ও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে এক ঝলমলে সোনালি রোদ আমাদের নৌকার ডেকের ওপর এসে পড়েছিল।

আমরা রাতের স্যাঁতসেঁতে ভাব কাটিয়ে একে একে ছাদের নিচ থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। হ্যারিস আকাশে রোদ দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে উঠল, "আজকের দিনটা দারুণ যাবে! বৃষ্টি গেছে তো কী হয়েছে, আমাদের অ্যাডভেঞ্চার আরও জমজমাট হবে।" জর্জ তখনো ঘুমের আমেজে হাই তুলতে তুলতে কেটলিতে চা বসানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

আমাদের কুকুর মন্টমোরেন্সি রাতের বেলা বৃষ্টির কারণে কিছুটা মলিন মুখে এক কোণে বসে ছিল বটে, কিন্তু সকালের রোদ দেখেই সে আবার চনমনে হয়ে উঠল এবং নদীর তীরে লাফালাফি শুরু করে দিল। আমরা অত্যন্ত ফুরফুরে মেজাজে গরম চা, টোস্ট এবং

ডিম ভাজা দিয়ে সকালের প্রাতঃরাশ সেরে ফেললাম। গতকালের বৃষ্টির সমস্ত ক্লান্তি ও অস্বস্তি নিমিষে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

নাস্তা শেষ করে আমরা আমাদের নৌকার ক্যানভাস গুটিয়ে ফেললাম এবং পুনরায় টেমস নদীর জলের ওপর নৌকা ভাসিয়ে দিলাম। নদীটি তখন শান্ত ও দীঘির মতো স্বচ্ছ দেখাচ্ছিল। দুপাশের চমৎকার দৃশ্য এবং মনোরম পরিবেশ আমাদের মনে এক অদ্ভুত শান্তির পরশ বুলিয়ে দিল। আমরা জানতাম, সামনে অক্সফোর্ড এবং আরও অনেক রোমাঞ্চকর স্থান আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে!

---

* জেরোম কে. জেরোম রচিত মূল 'Three Men in a Boat' উপন্যাসের ১৫তম অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১৬: টেমসের জলপথের সৌন্দর্য এবং ঐতিহাসিক অক্সফোর্ডের পথে (Three Men in a Boat - Chapter 16)

সকালের নাস্তা সেরে আমরা যখন আমাদের যাত্রা পুনরায় শুরু করলাম, তখন টেমস নদীর এই অংশটি আমাদের চোখের সামনে এক অদ্ভুত মোহনীয় রূপ নিয়ে হাজির হলো। নদীর দুপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যপট যেন এক স্বর্গীয় ক্যানভাস। চারপাশের সবুজ প্রান্তর, দূরে অবস্থিত ছোট ছোট প্রাচীন গ্রাম এবং মাঝে মাঝে নদীর ওপর তৈরি পাথরের পুরনো সেতুগুলো আমাদের মুগ্ধ করে দিচ্ছিল।

আমাদের নৌকাটি অত্যন্ত সাবলীলভাবে জলের বুক চিরে এগিয়ে চলেছিল। জর্জ এবার বৈঠা হাতে নিয়ে এমন এক বীরত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে বসা শুরু করল যেন সে এই নৌকার একমাত্র নাবিক। সে নদীর ইতিহাস ও এর চারপাশের বিখ্যাত ল্যান্ডমার্কগুলো নিয়ে নানা ধরনের কৌতুকপূর্ণ ও কল্পিত গল্প বলতে শুরু করল। হ্যারিস আবার তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সেই গল্পগুলোর মধ্যে নানা অযৌক্তিক প্রশ্ন জুড়ে দিয়ে এক মজার বিতর্কের জন্ম দিল।

যাত্রাপথে আমরা যখন একটি ছোট লক বা জলকপাট (Lock)-এর কাছে পৌঁছলাম, তখন নৌকা পারাপার নিয়ে বেশ কিছুটা কসরত করতে হলো।

লককিপার বা জলকপাটের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির সাথে আমাদের একটু আলাপ হলো এবং তিনি আমাদের টেমসের এই অংশের জলপথের নিয়মকানুন বুঝিয়ে দিলেন। আমাদের কুকুর মন্টমোরেন্সি লকপারের ধারের সবুজ ঘাসে নেমে ইঁদুর খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল, যা আমাদের হাসির খোরাক জোগাল।

নদীর স্রোত ও হাওয়া আমাদের অনুকূলে থাকায় আমরা বেশ দ্রুতই অক্সফোর্ডের কাছাকাছি এলাকায় পৌঁছে গেলাম। দূরের মিনার ও প্রাচীন গথিক স্থাপত্যের ছাদগুলো দেখে আমাদের মনে এক অচেনা রোমাঞ্চ কাজ করতে শুরু করল। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাদের এই ঐতিহাসিক নদীযাত্রার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জমজমাট অধ্যায় এবার আমাদের সামনে উন্মোচিত হতে চলেছে।

---

* জেরোম কে. জেরোম রচিত মূল 'Three Men in a Boat' উপন্যাসের ১৬তম অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১৭: ঐতিহাসিক অক্সফোর্ডে পদার্পণ এবং শহরের অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়ানো (Three Men in a Boat - Chapter 17)

আমরা যখন আমাদের নৌকা নিয়ে অক্সফোর্ড শহরের ঘাটে এসে পৌঁছলাম, তখন বেলা বেশ গড়িয়ে গেছে। নদীপথের ধারের ব্যস্ততা এবং চারপাশের মানুষের কোলাহল দেখে মনে হচ্ছিল আমরা এক নতুন সভ্যতায় প্রবেশ করেছি। আমরা নৌকাটি নদীর ঘাটে খুব নিরাপদে বেঁধে ফেললাম এবং আমাদের ব্যাগপত্র ও রসদপত্রগুলো ঠিকঠাক আছে কি না তা একবার যাচাই করে নিলাম।

অক্সফোর্ড শহরটি তার প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়, ঐতিহাসিক কলেজ ভবন এবং অসাধারণ গথিক স্থাপত্যের জন্য বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত। আমরা ঘাটে নৌকা রেখে শহরের অলি-গলিতে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। হ্যারিস তো শহরটির পুরনো ইতিহাস দেখে এতটাই অভিভূত হয়ে গেল যে সে অক্সফোর্ডের প্রাচীন রাজাদের আমল নিয়ে নানা অদ্ভুত ও ভুলভাল তথ্য আমাদের শোনাতে শুরু করল। জর্জ তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার এই ইতিহাস জ্ঞান যদি সত্যি হতো, তবে ব্রিটিশ ইতিহাস এতদিন কবেই উল্টে যেত!"

শহরের একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন সরাইখানায় ঢুকে আমরা দুপুরের ভারী খাবার ও ঠান্ডা পানীয় গ্রহণ করলাম। সারাদিন নৌকায় হাড়ভাঙা খাটুনির পর পাকা দালানের ছাদের নিচে বসে খাবার খাওয়ার আরামই ছিল আলাদা। আমাদের সাথে থাকা কুকুর মন্টমোরেন্সিও রেস্তোরাঁর বাইরে বসে একদল স্থানীয় কুকুরের সাথে বেশ ভালো রকমের ভাব জমিয়ে নিয়েছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে সামান্য ধস্তাধস্তিও হয়েছিল।

খাওয়া-দাওয়া শেষে আমরা আবার অক্সফোর্ডের বিখ্যাত লাইব্রেরি এবং কলেজগুলোর চারপাশের চত্বর ঘুরে দেখলাম। প্রাচীন পাথরের দেয়াল আর সুউচ্চ মিনারগুলোর ছায়া আমাদের মনে এক গভীর ছাপ ফেলেছিল। শহুরে সভ্যতার এই প্রাচীন রূপ উপভোগ করার পর আমরা আবার সন্ধ্যার মধ্যে আমাদের নৌকার দিকে ফিরে এলাম, কারণ আমাদের নদীযাত্রার শেষ পর্যায়টি তখন আর বেশি দূরে ছিল না।

---

* জেরোম কে. জেরোম রচিত মূল 'Three Men in a Boat' উপন্যাসের ১৭তম অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১৮: নদীযাত্রার শেষ পর্যায় এবং অতীতের স্মৃতিচারণ (Three Men in a Boat - Chapter 18)

অক্সফোর্ডে আমাদের ঘোরাঘুরি ও বিশ্রামের পর্ব শেষ করে আমরা যখন আমাদের নৌকায় ফিরে এলাম, তখন আমাদের এই দীর্ঘ নদীযাত্রার শেষ অধ্যায় শুরু হয়ে গেছে। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাদের এই রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার এখন সমাপ্তির পথে। মনটা কিছুটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল, কারণ টেমসের এই শান্ত জলপথ আর সরাইখানাগুলোর জীবন আমাদের খুব আপন হয়ে উঠেছিল।

জর্জ এবং হ্যারিস দুজনেই শেষ মুহূর্তের এই যাত্রায় বেশ চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। হ্যারিস আর আগের মতো বড় বড়াই করছিল না, বরং সে নদীর দুপাশের পুরোনো ক্যাসেল ও ঐতিহাসিক স্থানগুলোর দিকে নীরবে তাকিয়ে ছিল। আমাদের কুকুর মন্টমোরেন্সিও যেন বুঝতে পেরেছিল যে আমাদের অভিযান শেষের কাছাকাছি, তাই সেও আর কোনো ঝামেলা না পাকিয়ে নৌকার এক কোণে চুপচাপ বসে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমরা যখন আমাদের গন্তব্যের শেষ লক বা জলকপারের কাছাকাছি পৌঁছলাম, তখন নদীর বাতাসের এক অদ্ভুত উদাসীনতা আমাদের ছুঁয়ে গেল। সারাদিনের

ক্লান্তি আর এতদিনের মজাদার অভিজ্ঞতাগুলো একে একে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। লিভারের রোগ নিয়ে আমাদের সেই প্রথম সংশয় আর লন্ডনের ছোট কামরায় বসে পরিকল্পনা করার দিনগুলো যেন কত দূরের বলে মনে হচ্ছিল।

সন্ধ্যা নামার ঠিক আগে আমরা আমাদের নৌকাটি শেষ ঘাটে এনে ভেড়ানোর প্রস্তুতি নিলাম। তীরের মানুষজনের ব্যস্ততা এবং দূরের গির্জার গোধূলির ঘণ্টা আমাদের জানিয়ে দিল যে আমাদের সেই ঐতিহাসিক জলযাত্রা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমরা আমাদের ব্যাগপত্র ও মালপত্র নামাতে শুরু করলাম, মনে একরাশ মধুর স্মৃতি আর মুখে এক অনির্বচনীয় তৃপ্তি নিয়ে।

---

* জেরোম কে. জেরোম রচিত মূল 'Three Men in a Boat' উপন্যাসের ১৮তম অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১৯: সমাপ্তি এবং শহুরে জীবনে ফিরে যাওয়ার অনুভূতি (Three Men in a Boat - Chapter 19)

আমাদের সেই ঐতিহাসিক নদীযাত্রার একেবারে শেষ অধ্যায়ে এসে আমরা উপনীত হলাম। নৌকা ঘাটে জমা দেওয়ার পর যখন আমরা আমাদের সমস্ত ব্যাগপত্র, কেটলি এবং রসদপত্রগুলো কাঁধে তুলে নিলাম, তখন মনে এক অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল। একদিকে যেমন সারাদিনের খাটুনি আর রোদে পোড়ার ক্লান্তি আমাদের শরীরে ভর করেছিল, অন্যদিকে তেমনি মনটা এক অনির্বচনীয় শান্তিতে ভরে উঠেছিল।

আমরা তিনজন—জর্জ, হ্যারিস এবং আমি—লন্ডনের ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের সাথে থাকা কুকুর মন্টমোরেন্সিও ক্লান্ত পায়ে আমাদের পাশে বসে লেজ নাড়তে লাগল। স্টেশনের কোলাহল আর চারপাশের চেনা শহুরে পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছিল যেন আমরা বহু বছর পর কোনো এক অজানা পৃথিবী থেকে আমাদের চিরপরিচিত গহ্বরে ফিরে এসেছি।

ট্রেনে ওঠার পর আমরা জানালার ধারে বসে পেছনের দিকে তাকালাম। টেমস নদীর সেই শান্ত জলপথ, সবুজ তীর, উইলো গাছের ছায়া এবং আমাদের

সেই ছোট নৌকাটি আমাদের স্মৃতিতে চিরকালের মতো গেঁথে গেল। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, দৈনন্দিন জীবনের যান্ত্রিকতা এবং লিভারের রোগ নিয়ে যত দুশ্চিন্তাই আমাদের থাকুক না কেন, প্রকৃতির কোলে কাটানো এই কটি দিনের হাসি-ঠাট্টা ও আনন্দ আমাদের জীবনকে নতুন এক অর্থ দিয়ে গেছে।

বাড়ি ফিরে আমরা আবার আমাদের সেই পুরোনো টেবিলে বসলাম এবং পাইপ টানতে টানতে আমাদের এই অসাধারণ নদীভ্রমণের গল্পগুলো স্মরণ করতে লাগলাম। আমাদের এই ঐতিহাসিক অ্যাডভেঞ্চার আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিল যে জীবনের আসল সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে সহজ-সরল আনন্দ এবং বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নেওয়া হাসির খোরাকের মধ্যে।

---

* জেরোম কে. জেরোম রচিত মূল 'Three Men in a Boat' উপন্যাসের ১৯তম (শেষ) অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)